মুজিবনগরে জাতীয় শোক দিবস পালন

মুজিবনগরে যথাযথ মর্যাদায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সোমবার (১৫ আগষ্ট) সকাল সাড়ে ৮ টায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, মুজিবনগর থানা ইনচার্জ মেহেদি রাসেল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা,সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ বল্টু, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দ, জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা অ্যাডভোকেট রুত শোভা মন্ডল, উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন, সাধারণ সম্পাদিকা তহমিনা খাতুন, উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজীব, সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিক, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি মতিউর রহমান মতিন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি দোলন, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি শেখ হেলাল উদ্দিন লাবলু,উপজেলা ইয়ুথ বাংলা ফিউচার লিডার এর আহবায়ক হাসানুজ্জামান লালটু।

সময় আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ, ছাত্রলীগ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে মুজিবনগর উপজেলা অডিটোরিয়ামে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে এবং উপজেলা সমাজসেবা

অফিসার আব্দুর রবের সঞ্চালনায়, বঙ্গবন্ধু আদর্শ এবং তার জীবনী নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা শেষে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে যুবঋণ বিতরণ করা হয়।

জেলা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস পালন

মেহেরপুর জেলা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের হালদারপাড়ায় নিজস্ব কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন তারা। আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত জাহান।

মেহেরপুর জেলা সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেনের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি রমজান আলী, যুগ্ন সাধারন সম্পাদক ফকির মাহমুদ, কোষাধক্ষ্য আব্দুর রহমান, যুগ্নু কোষাধ্যক্ষ ইব্রাহিম প্রমুখো সেখানে বক্তব্য রাখেন। পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ ১৫ ই আগস্ট সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনাই সেখানে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

শেখ আবু নাসের এর সংগ্রামী জীবনগাথা

বাঙালি জাতীসত্তার উন্মেষ ও বিকাশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধিকার এবং স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ ২৩ বছরের পথপরিক্রমা ছিল বন্ধুর এবং কণ্টকাকীর্ণ। ২৩ বছরের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালির ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে গর্ব ও অহংকারের আমাদের সুমহান মুক্তিযুদ্ধে যাদের সংগ্রাম ও অপরিসীম আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, শহিদ শেখ আবু নাসের তাদের মধ্যে অন্যতম।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসেরের জন্ম ১৯২৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার এক পাখি ডাকা, ঘাসে ঢাকা, সবুজ শ্যামল নিভৃত পল্লীতে। তার পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতার নাম সায়েরা বেগম। বাংলাদেশের স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার আপন বড় ভাই। তিনি বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট চাচা। ১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পরপরই তিনি ব্যবসায়ীক কারনে শিল্প ও বাণিজ্য নগরী খুলনা চলে আসেন। তখন থেকেই তার খুলনায় বসবাস। তিনি ছিলেন একজন নামকরা ঠিকাদার, বড় ব্যবসায়ী। শেখ আবু নাসের ব্যবসার সাথে জড়িত অনেক অল্প বয়স থেকেই। ১৯৪৮ সালে বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে যখন গ্রেফতার হন তখনকার গোয়েন্দা নথিতে দেখা যায় শেখ আবু নাসের বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ছোট ভাই, যার পেশা হিসেবে দেখানো হয়েছে ব্যবসা। গোয়েন্দা নথি অনুসারে শেখ আবু নাসের তখন দশম শ্রেণির ছাত্র।

ছোটবেলায় তার টাইফয়েড রোগ হয় এবং একটি পা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারনে কেউ কেউ তাকে তৈমুর লং বলেও ডাকতেন। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বিশেষ করে তিনি যখন জেলে অন্তরীণ থাকতেন সেসময় আবু নাসের পিতৃস্নেহে বঙ্গবন্ধুর ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা করতেন। বঙ্গবন্ধু তার অসমাপ্ত আত্মজীবনীতেই এ বিষয়ের অবতারণা করেছেন এভাবে-

“আমার ছোট ভাই নাসের ব্যবসা শুরু করেছে খুলনায়। সে আমার ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা করে। বাড়ি থেকে তার কোন টাকা পয়সা নিতে হয়

না। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। মাঝেমাঝে কিছু টাকা বাড়িতে দিতেও শুরু করেছে।”

বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্য থেকেই বুঝা যায় বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অল্প বয়সেই (১৯৫২ সালে যখন তার বয়স মাত্র ২৩-২৪ বছর) তিনি কতটা দায়িত্বশীল ছিলেন।

১৯৫৭ সালে শেখ আবু নাসের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন বেগম রাজিয়া নাসের ডলির সাথে। বঙ্গবন্ধু তখন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক। বেগম রাজিয়া নাসের ডলি ছিলেন একজন মেধাবী, সংস্কৃতমনা এবং সুদর্শনা নারী। তিনি পাবনার বিখ্যাত হেরাজ ম্যানসনের মালিক হেরাজ বিশ্বাসের কন্যা। হেরাজ বিশ্বাসের পরিবার তখন খুলনায় থাকতেন। বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক কর্মসূচীতে খুলনায় আসলে বেশিরভাগ সময় ছোট ভাই শেখ আবু নাসেরের বাসায় উঠতেন। তার খুলনার নূরনগরস্থ বাড়িটি ছিল খুলনা অঞ্চলের আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে তিনি খুলনা অঞ্চলে আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার অপরাধে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তানে আটক অবস্হায় ছিলেন, তখন শেখ আবু নাসেরের সকল ব্যবসা ধ্বংস করে দেয় পাকিস্তান আর্মি। সে সময়ে সরকারী ছাত্র সংগঠন এন এস এফ এর প্রচন্ড প্রভাব ছিল। বিশ্বাস সিরাজুল হক পান্না (পান্না বিশ্বাস), লালু, ইসমত কাদির গামা সহ অন্যান্য ছাত্রনেতা যারা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে গোপালগঞ্জে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন তাদের সাথে এন এস এফ এর অসংখ্য বার সংঘর্ষ হয়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণার পর থেকে পান্না বিশ্বাস সহ অন্যান্য ছাত্রলীগের নেতারা গোপনে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। এ সময় ঢাকায় অবস্থান করা শেখ আবু নাসের টুঙ্গিপাড়ায় এসে উপস্থিত হন। গ্রামে ফিরে এসে তিনি যুবকদের সংগঠিত ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারনের চেষ্টা চালান।
কিছু দিনের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালও এখানে এসে কেড়াইলকোপা গ্রামের সাবেক ই পি আর সদস্য কাজী মোস্তফা ও সেনা সদস্য রাসেক কে সাথে নিয়ে যুবকদের সংগঠিত করেন।

ধানমন্ডি- ৩২ থেকে শেখ জামাল পালিয়ে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করলে তাকে খুঁজতে হানাদার বাহিনী ১৯ মে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর

বাড়ীতে আসে। এ সময় তারা বঙ্গবন্ধুর বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। ঐ দিন হানাদার বাহিনী নির্মম ভাবে গ্রামের ছয় জনকে গুলি করে হত্যা করে। শেখ বাড়ীর শেখ বোরহান উদ্দিনকে পাক বাহিনী ধরে ফেলে। তার ফুফু পাক বাহিনীর কমান্ডার কে কাজের ছেলে বলে ছাড়িয়ে রাখে। এ পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর মা ও বাবা কে মৌলভী আব্দুল বারী বিশ্বাসের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঐ বাড়ী নিরাপদ না হওয়ায় কিছুদিন পর সেখান থেকে ঝিলু বিশ্বাসের বাড়ীতে আশ্রয় নেন তারা। এরপর মুক্তিযুদ্ধ যখন তুঙ্গে হেমায়েত বাহিনীর দুই সদস্য আলম ও ফারুখ তাদের কে শিবচরে ইলিয়াস চৌধুরীর বাড়ীতে রেখে আসে।

প্রায় মাসখানেক পর শেখ আবু নাসের ৭১ সালের ২৪ শে জুন পান্না বিশ্বাস সহ ভারতে চলে যান। তাকে ভারতের ৯ নং সেক্টরের হেড কোয়ার্টার ২৪ পরগনাস্থ টাকির গাঙ্গুলী বাড়িতে নিয়ে যান তারই ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত। সেখানে তার সাথে প্রায় দেড় মাস থাকার এবং তাকে দেখাশোনা করার সৌভাগ্য হয়েছিল পরবর্তীতে ৯নং সেক্টরের অধীন বৃহত্তর বরিশাল সাব সেক্টরের টু আই সি আব্দুল হক বীরবীক্রম এর। আব্দুর রব সেরনিয়াবাত এবং আব্দুল হক বীরবিক্রম উভয়ের বাড়ি বরিশালের গৌরনদীতে হওয়ায় তাকে শ্যালক শেখ নাসেরের দেখাশুনার দায়িত্ব দেন জনাব সেরনিয়াবাত। শেখ আবু নাসের সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ আব্দুল হক বলেন-

“অমায়িক ব্যবহার ছিল তার, কম কথা বলতেন। সারাদিন রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর শুনতেন, যুদ্ধের অগ্রগতি জানতে চাইতেন। বঙ্গবন্ধুর জন্য সবসময় দুশ্চিন্তায় থাকতেন। বাংলাদেশে থাকা তার স্ত্রী সন্তানদের জন্যও চিন্তা করতেন।”

আব্দুল হক বীরবিক্রম তাকে চাচা ডাকতেন। শেখ নাসের ও তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তার খাওয়া দাওয়া, ঘুম, গোসল সবকিছু দেখভাল করতেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হক। প্রতিবেলায় শেখ নাসের তাকে একসঙ্গে নিয়ে খেতেন।

১৯৭১ সালের ৬ ই আগষ্ট আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ৯ নং সেক্টর পরিদর্শন করেন এবং শেখ আবু নাসের কে সেখান থেকে টাকি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণের জন্য নিয়ে যান। টাকি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেন শেখ আবু নাসের। প্রশিক্ষন শেষে শেখ আবু নাসের ও পান্না বিশ্বাসকে ভারতীয় সেনা বাহিনীর ক্যাপ্টেন শেপা বাগুন্ডিয়া ক্যাম্পে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে বাগেরহাটের সাহসি মুক্তিযোদ্ধা সামশু মল্লিক সহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে চিতলমারী দিয়ে বাগেরহাটে প্রবেশ করেন

বাসায় ঘটে যাওয়া বাঙালির জন্য সবচেয়ে বেদনাদায়ক খবরটি। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে বেগম রাজিয়া নাসেরের। স্বামী হারানোর শোক, আতঙ্ক আর চরম নিরাপত্তাহীনতায় অস্থির সময় কাটতে থাকা রাজিয়া নাসের শুনতে পান ১৬ ই আগস্ট সকালে বঙ্গবন্ধুর লাশ টুঙ্গিপাড়ায় আনা হচ্ছে দাফনের জন্য। ভেবেছিলেন তার স্বামী শেখ আবু নাসেরের লাশও হয়ত আনা হবে।

স্বামীর লাশ একনজর দেখা এবং দাফনে অংশগ্রহণ করার জন্য ৭ মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা বেগম রাজিয়া নাসের নাবালক সন্তানদের নিয়ে লঞ্চে করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গিয়েছিলেন টুঙ্গিপাড়ায়। কিন্তু খুনীচক্রের বাধায় বেগম রাজিয়া নাসেরের লঞ্চ ঘাটে ভিড়তে পারেনি। ক্রন্দনরত অবস্থায় চোখের পানি ফেলতে ফেলতে তাকে আবার ফিরে আসতে হয় খুলনার শেরে বাংলা রোডস্থ স্বামীর বাসায়। কিন্তু স্বামী শেখ আবু নাসেরের বাসায় ও ঢুকতে পারেন নি। কারন ততক্ষণে বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী গঠিত খুনীদের পৃষ্ঠপোষক অবৈধ সরকার শেখ আবু নাসেরের বাড়ি সিলগালা করে দিয়েছে। ফলে চলে যান বাবা হেরাজ বিশ্বাসের বাড়িতে। কিন্তু সেখানেও বেশিদিন থাকতে না পেরে এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে চলে যান পাবনায় দাদার বাড়িতে। সেখানেও সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হন।

শেখ আবু নাসেরের বড় ছেলে বর্তমান বাগেরহাট-১ আসনের সংসদ সদস্য জননেতা শেখ হেলাল উদ্দীন তখন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের দশম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র। খুনীচক্রের একটি দল সেখানে গিয়ে শেখ হেলালকেও উঠিয়ে এনে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্যাডেট কলেজের প্রিন্সিপ্যালের দৃঢ়তায় সেদিন শেখ হেলাল প্রাণে বেঁচে যান। এভাবে একের পর এক বৈরী পরিবেশ মোকাবিলা করতে হয়েছে শেখ আবু নাসেরের পরিবারকে। সরকারের নির্দেশে শেখ আবু নাসেরের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয় এবং সকল ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে নিদারুণ অর্থ কষ্ট ও একসময় ভোগ করতে হয়েছে এই পরিবারকে। কিন্তু জীবন সংগ্রামী বেগম রাজিয়া নাসের একের পর এক সকল বাঁধা আর প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করেছেন ধৈর্য আর সাহসের সম্মিলন ঘটিয়ে।

নড়াইল সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের ৬০’র দশকের সাধারন সম্পাদক সাত্তার মোল্লা ওরফে বেদুইন সাত্তার ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত কাছের মানুষ। বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে তার আসা যাওয়া ছিল নিয়মিত। বঙ্গবন্ধু পরিবার সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন-

“শেখ আবু নাসের ছিলেন অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে

খাওয়াতেন। ধনাঢ্য ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও তার চলাফেরা ও জীবনযাপন ছিল অতি সাধারন।”

শহীদ শেখ আবু নাসের আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু রেখে গেছেন আদর্শিক রক্তের যোগ্য উত্তরসুরি পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানকে। জ্যেষ্ঠ পুত্র দক্ষিণবঙ্গের আওয়ামী রাজনীতির অভিভাবক জননেতা শেখ হেলাল উদ্দীন এমপি। ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম এবং একাদশ সংসদ নির্বাচনে জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত জনপ্রিয় সাংসদ শেখ হেলাল দক্ষিণবঙ্গের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে তার চেহারার সাদৃশ্য থাকায় তাকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিরুপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দ্বিতীয় পুত্র শেখ সালাউদ্দীন জুয়েল খুলনা-২ (সদর) আসনের নির্বাচিত জনপ্রিয় সংসদ সদস্য। মাদকমুক্ত সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজ মুক্ত তিলোত্তমা খুলনা গড়তে নিষ্ঠার সাথে কাজ করছেন তিনি। করোনা মহামারীতে অসহায় কর্মহীন মানুষকে মানবিক খাদ্য সহায়তা, অর্থ সহায়তা এবং ফ্রি এ্যাম্বুলেন্স সেবার ব্যবস্থা করে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছেন তিনি।

তৃতীয় পুত্র শেখ সোহেল উদ্দিন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক হিসেবে দীর্ঘবছর ধরে সফলতার দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম প্রেসিডিয়াম মেম্বর হিসেবে যুবলীগকে সংগঠিত করছেন তিনি। খুলনার মানুষের কাছে শেখ সোহেল এক আস্থার নাম। করোনা মহামারীতে যিনি হাজার হাজার মানুষকে খাদ্য ও অর্থ সহায়তা, ফ্রি অক্সিজেন সেবা এবং ফ্রি টেলিমেডিসিন সেবা দিয়েছেন। শহীদ শেখ আবু নাসেরের নামে বঙ্গবন্ধু কন্যার সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ‘ শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল’ থেকে খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, নড়াইল ও সাতক্ষীরা জেলার তথা পুরো দক্ষিণবঙ্গের হাজার হাজার মানুষ বিনা খরচে উন্নত চিকিৎসা সুবিধা ভোগ করছেন। খুলনায় স্থাপিত আন্তর্জাতিক মানের ‘শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম’ টি এই এলাকার ক্রিকেটের উন্নয়নে অনবদ্য ভূমিকা রাখছে। এই স্টেডিয়ামটি ও শেখ আবু নাসেরের ভাতিজি বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান। ক্রিকেট অঙ্গনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন শেখ সোহেল। দল, মত নির্বিশেষে খুলনার ছাত্র ও যুবসমাজের নয়নের মণি, গরীব, দুখী,অসহায় মানুষের বিপদের বন্ধু শেখ সোহেল।

শেখ আবু নাসেরের চতুর্থ পুত্র শেখ জালাল উদ্দিন রুবেল এবং ৫ম

পুত্র শেখ বেলাল উদ্দিন বাবু সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে না থাকলেও খুলনার ছাত্র ও যুবসমাজের সাথে তাদের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। সফল নৌপরিবহন ব্যবসায়ী শেখ রুবেলের সমগ্র খুলনায় রয়েছে ব্যাপক পরিচিতি। অত্যন্ত সজ্জন এবং বিনয়ী শেখ রুবেল নিয়মিত নেতাকর্মীদের খোঁজখবর রাখেন। ৫ম পুত্র শেখ বেলাল উদ্দীন বাবু একজন নিভৃতচারী মানুষ। প্রচারবিমুখ সুদর্শন বাবু পর্দার অন্তরালে থেকে নিরবে, নিভৃতে কাজ করেন মানুষের জন্য। বাগেরহাট-২ আসনের জনপ্রিয় সংসদ সদস্য শেখ সারহান নাসের তন্ময় হলেন শেখ আবু নাসেরের পৌত্র। সারাদেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে দারুণ জনপ্রিয় অল্পবয়সী এই সুদর্শন সাংসদ। বিভিন্ন ইতিবাচক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এলাকাবাসীর নজর কেড়েছেন তিনি।

শহিদ শেখ আবু নাসের এর পরিবার খুলনার মানুষের জন্য আশির্বাদস্বরুপ। এই পরিবারটি ইতিমধ্যে খুলনা, বাগেরহাট সহ দক্ষিণ বঙ্গের মানুষের কাছে ‘মানবিক পরিবার’ হিসেবে মানুষের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে। অথচ ঘাতকের নির্মম বুলেটে বিদ্ধ হয়ে শাহাদাৎ বরণ করেছেন এই পরিবারের অভিভাবক স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পঙ্গু বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের সহ ১৬ জন! স্বজন হারানো সদস্যরা দীর্ঘ ২১ বছর এই জঘন্যতম হত্যাকান্ডের বিচার চাওয়ার অধিকারটুকু পর্যন্ত পায়নি! আত্মস্বীকৃত খুনীদের রক্ষায় ‘ইনডেমনিটি আইন’ করেছিল তৎকালীন অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী খন্দকার মোশতাক এবং মেজর জেনারেল জিয়ার সরকার।

এতটা নির্মমতা, পাশবিকতা, নিষ্ঠুরতা এবং অমানবিকতার শিকার হয়েও মানবিকতার জয়গাণ গেয়ে চলেছে পরিবারটি। তাদের নেতৃত্বেই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আইনের শাসন। ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকীতে বিদেশে পলাতক ১৫ ই আগস্টের খুনীদের দেশে ফিরিয়ে এনে অবিলম্বে শাস্তি কার্যকর করার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি। বঙ্গবন্ধু, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ শেখ আবু নাসের এবং বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহীদ সদস্য সহ ১৫ ই আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

লেখকঃ- মোঃ নজরুল ইসলাম, কলামিস্ট এবং তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক।

১৫ আগষ্টে গাংনী থানা পুলিশের শ্রদ্ধা নিবেদন

১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থাপতি, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে গাংনী থানা পুলিশের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পণ পূর্বক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পণ পূর্বক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন তারা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, তদন্ত অফিসার মনোজিৎ কুমার নন্দীসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যরা সাথে ছিলেন।

পরে গাংনী থানা জামে মসজিদে মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

টিউবওয়েলের মাথা খুলে নেওয়ার অভিযোগ অফিসারের বিরুদ্ধে

১৫ আগষ্ট কাঙালি ভোজের খিচুড়ি খেয়ে পানি খেতে যাওয়ায় টিউবওয়েলের হাতল খুলে রাখলেন গাংনী উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার উর্মিলা বিশ্বাস।

পরে আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের বিক্ষুব্ধ নেতা কর্মীরা ক্ষোভে টিউবওয়েলটি ভেঙ্গে দেয় বলে জানা গেছে।

গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগ আয়োজিত দোওয়া মোনাজাত ও কাঙালি ভোজ শেষে নেতা কর্মীরা আনসার ভিডিপি অফিসের সামনের টিউবওয়েলটিতে পানি পান করতে গেলে এঘটনা ঘটে।

আওয়ামীলীগ নেতা রেজাউল হক, ইজিবাইক চালক ছারমান আলী বলেন, আমরা কাঙালি ভোজের খিচুড়ি খেয়ে আনসার ভিডিপি অফিসের সামনের টিউবওয়েলে আসলে আনসার সদস্যরা আমাদের সাথে চরম দূর্ব্যবহার করেন। এসময় তারা নানাভাবে অকাথ্য ভাষায় কথা বলে এক ইজিবাইক চালকের কাছ থেকে সেলাই র্যান্স নিয়ে টিউবওয়েলের মাথাটি খুলে অফিসে রাখেন। এসময় পানি পান করার জন্য বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীরা ছুটে বেড়ান।

তেরাইল গ্রামের রমজান আলী, ছাতিয়ান গ্রামের আব্বাস আলী ও মতিয়ার রহমান বলেন, অনেকবার অনুরোধ করেও তারা পানি পান করতে দেননি।পরে আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা উর্মিলা বিশ্বাস ও তার অফিসের লোকজনকে নিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সামনে চলে যান।

বিষয়টি অনুষ্ঠানস্থলে আসা আওয়ামীলীগ নেতা কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ লোকজন টিউবওয়েলটি ভেঙ্গে দেন।

গাংনী উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার উর্মিলা বিশ্বাস বলেন, হাজার হাজার লোকজন ১৫ আগষ্টের কাঙালি ভোজ খেয়ে এসে অফিসের সামনে খাওয়ায় নোংরা হয়ে যায়। যে কারনে পানি খেতে দেওয়া হয়নি। হুসাইন নামের এক আনসার সদস্য টিউবওয়েলের মাথাটি খুলে অফিসে রেখে দিয়েছে।পরে কে বা কারা এসে টিউবওয়েলটি ভেঙ্গে দিয়েছে।

মেহেরপুরে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ৭১ এর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন

আয়োজন

১৫ ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষে মেহেরপুরে শ্রদ্ধাঞ্জলি, আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ৭১ এর বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ।

আজ সোমবার সকাল ৮ টার দিকে মেহেরপুর জেলা পরিষদ চত্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে তারা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে জেলা পরিষদের হলরুমে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) মো: আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম রসুল, বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন অর রশিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান, ওমেদ উদ্দীন, চাঁদ আলী, বেগম সালেহা প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সাত্তার, আলী হোসেন, হায়দার আলী খান, মোফাজ্জল হোসেনসহ প্রায় ১০০ জন্য মুক্তিযোদ্ধাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোওয়া ও মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুরে জাতীয় শোক দিবস পালিত

নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে জাতীয় শোক দিবস।

দিবসটি উপলক্ষে সোমবার সকাল সাড়ে ৯ টার সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সামনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান ও পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ খালেক, সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীনসহ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা।

এছাড়াও এসময় মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক (ডিডি) মৃধা মো: মুজাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, নাজমুল হুদা, আশরাফুজ্জামান ভূঁইয়া, মেহেরপুর জজ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টচার্য, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

এরপর একে একে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজ, সাংস্কৃতিক সংগঠন সহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোওয়া ও মোনাজাত করা হয়।

এছাড়া দিবসটি ঘিরে দিনব্যাপী স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলেচনা সভা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দোয়া মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া

১৫ ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন,জেলা পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক (ডিডি) মৃধা মো: মুজাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম রসুল,পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস,বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি হাসানুজ্জামান মালেক প্রমুখ।

আলোচনার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোওয়া ও মোনাজাত করা হয়।

পরে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে

মেহেরপুর জেলা পরিষদের বিভিন্ন আয়োজন

১৫ ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা পরিষদ উদ্যোগে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

আজ সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুর জেলা পরিষদের হলরুমে এ আলোচনা সভা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম রসুলের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা মীর আলিফ রেজা,সহকারী প্রকৌশলী মজিবুর রহমান, জেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য ও জেলা মহিলা আওয়ামীলীগের সভাপতি শামীম আরা হীরা, জেলা পরিষদ প্রশাসকের উচ্চমান সহকারী শাহীন ইকবাল, জেলা পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ আলী,মোঃ মুনছুর আলী,মোঃ আইয়ুব আলী,মোঃ তোফাজ্জেল হক,মোঃ তৌহিদ মুর্শেদ অতুল, মোঃ মজিরুল ইসলাম,মোঃ শওকত আলী প্রমুখ।

পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোওয়া ও মোনাজাত করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে শ্রদ্ধায় স্মরণে জাতীয় শোক দিবস

প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, শোক র্যালী, দু’আ মাহফিলসহ নানা আয়োজনে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পালিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস।

সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্তরে জাতির পিতার ম্যুরালে উপজলা

পরিষদ, প্রশাসন, বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, আওয়ামী লীগ, পৌরসভা, বাংলাদেশ পুলিশ, প্রেস ক্লাব, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।

সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউএনও সুস্মিতা সাহার সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন। এ সময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানভীর হোসেন, পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেন, ওসি সাইফুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি খাইরুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান কামাল হোসেন, শরাফত দৌলা ঝন্টু, প্রেস ক্লাব সভাপতি সাইফুজ্জামান তাজু, স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক ফিরোজ সালাউদ্দিন, যুগ্ম আহবায়ক রাফেদুল হক সুমন, ছাত্রলীগের যুগ্ম আহবায়ক রুবেল রানা, শিক্ষার্থী সাকিব মোহাম্মদ শোয়েব প্রমূখ বক্তব্য দেন।

এ ছাড়াও এই উপলক্ষে উপজেলা আওয়ামী লীগ পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দু’আর মাহফিল করে। এসব অনুষ্ঠানে উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মশিউর রহমান জোয়ার্দার ও সাধারণ সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামসহ দলীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ১১টায় ছাত্রলীগের যুগ্ম আহবায়ক রুবেল রানার নেতৃত্বে শোক র্যালী, ইসলামী ফাউন্ডশনের আয়োজনে আলোচনা সভা, দু’আ মাহফিল, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে যুবক- যুবতীদের মাঝে যুব ঋণের চেক বিতরণসহ উপজেলার প্রতিটি গ্রামে গণভোজের আয়োজন করে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সহযোগি সংগঠন।